



উপজেলা পরিক্রমা

করিমগঞ্জ ২/৫/৮৭

তাড়াইল (কিশোরগঞ্জ), ৬ এপ্রিল (সংবাদদাতা)।— কিশোরগঞ্জ জেলা সদর থেকে ৬ মাইল উত্তর-পূর্বে উপজেলা করিমগঞ্জের অবস্থান। কিশোরগঞ্জ শহরের সবচেয়ে নিকটতম ও একমাত্র আদর্শ উপজেলা করিমগঞ্জ। ২টি নদী ও ৬৬টি খাল ঘেরা এ উপজেলার মোট আয়তন ৭৭ বর্গমাইল। ১৯৮৪ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী এ উপজেলার মোট লোকসংখ্যা ১ লাখ ৯৯ হাজার ৭২৯ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৯৯ হাজার ৪১৭ জন, মহিলা এক লাখ ৩১২ জন। এ ছাড়াও ৮৫টি মৌজা, ১১টি ইউনিয়ন, ১৫৫টি গ্রাম রয়েছে এ উপজেলায়।

যোগাযোগ

করিমগঞ্জ উপজেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ৭ মাইল পাকা রাস্তা ও ৯ মাইল ইট বিছানো রাস্তা আছে। আর সে নয় মাইল ইট বিছানো রাস্তার অবস্থা খুবই করুণ। রাস্তার মাঝে মাঝে ইট সরে গিয়ে অনেক জায়গায় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। যার দরুন এ সড়কে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেই। জেলা শহরের সাথে যোগাযোগের জন্য বাস, বেবীটেক্সী ও রিক্সা ব্যবহার করা হয়।

স্বাস্থ্য

করিমগঞ্জ উপজেলায় একটি স্বাস্থ্য প্রকল্প রয়েছে। প্রয়োজনে এখানে কোন ওষুধ পাওয়া যায় না। সাদা ছোট-বড় বড়ি ও কিছু কিছু হলুদ বড়ি ছাড়া এখানে অন্য কোন ওষুধ পাওয়া যায় না। রোগীদের প্রায় সব ওষুধই বাইর থেকে কিনে আনতে হয়। এক্ষেত্রে ও উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য রোগীকে কিশোরগঞ্জই আসতে হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাবে উন্নতমানের চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা

শিক্ষার মানগত দিক থেকে করিমগঞ্জ উপজেলা পিছিয়ে। ১০টি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, ১টি বালিকা বিদ্যালয়, ১টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৯টি সিনিয়র মাদ্রাসা, ২০টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা, ৮টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১২টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি বেসরকারী কলেজ রয়েছে। কলেজে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক না থাকতে ছাত্র সংখ্যা খুবই নগণ্য। শিক্ষিতের হার ১৪-২% জন।

কৃষি

করিমগঞ্জ উপজেলার শতকরা ৮৫ জন লোকই কৃষি নির্ভর। কৃষি পণ্য উৎপাদন ক্ষেত্রে করিমগঞ্জ উপজেলা অন্যতম। এ উপজেলায় মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৪১,৯০৬ একর। ২২,২৬৫ একরে আউশ, ৩৩,৯০০ একরে আয়ন, ১০,৬৯০ একরে বোরো, ২২৫০ একরে গম, ৭৮২০ একরে পাট, ১৮০ একরে গমের চাষ করা হয়। এ সব ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার জন্য রয়েছে গভীর নলকূপ ৬৬টি। এরমধ্যে ২৮টিই অকেজো, ২৩০টি অগভীর নলকূপ ও ১৯৮টি পাওয়ার পাম্প রয়েছে। ১৯৮টি পাম্পের মধ্যে ৫০টিই অকেজো অবস্থায় রয়েছে।

হাট-বাজার

প্রতি মঙ্গলবার করিমগঞ্জ উপজেলায় নিয়মিত বিরাট হাট বসে। সে সাথে গরু-ছাগলের হাটও বসে। এখানে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন এসে মালামাল আমদানী ও রফতানী করে। করিমগঞ্জ বাজারের ভিতর ছাগলের হাট বসাতে জনগণের চলাচলে খুবই কষ্ট পোহাতে হয়।